তথ্য পত্র

শীর্ষ সম্মেলনঃ এখন কেন?

চ্যালেঞ্জসমূহ

বৈশ্বিক তথ্য সমাজ বিকশিত হচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে। টেলিযোগাযোগ, মাল্টিমিডিয়া সম্প্রচার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুতলয়ে ক্রমবিকাশ নতুন পন্য ও সেবার পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের নব কর্মকৌশলের জন্ম দিচ্ছে। একই সাথে বানিজ্যিক, সামাজিক ও পেশাদারী সুযোগ সুবিধাসমূহ আবির্ভূত হচ্ছে প্রতিযোগীতা, অংশীদারিত্ব ও বৈদেশিক বিনিয়োগের নতুন বাজার হিসাবে।

আধুনিক বিশ্বে একটা মৌলিক রূপান্তর ঘটছে। বিংশ শতকের শিল্প ভিত্তিক সমাজের বিশেষত্বগুলো দ্রুত পথ ছেড়ে দিচ্ছে একবিংশ শতকের তথ্য সমাজকে। এই গতিশীল প্রক্রিয়া জ্ঞান, গনমাধ্যম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এমনকি অবসর ও বিনোদন পর্যন্ত আমাদের জীবনে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা এখন একটা বৈপ্লবিক সময় অতিবাহিত করছি, যা সম্ভবত মানবিক অভিজ্ঞতাসমূহের মাঝে সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এ গতিময়তাকে সফল এবং সাবলীল রেখে বিশ্ববাসীকে উপকৃত করতে হলে বৈশ্বিক আলোচনা এবং সঠিক ক্ষেত্রসমূহের মাঝে সংহতি সাধন প্রয়োজন।

যে সকল বিষয়গুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্ষুধা, দারিদ্র ও ব্যাধি বিমোচনে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার যোগান দিতে পারে, তা হল-

- সুলভ ও সর্বজনীন যোগাযোগের প্রবেশাধিকার
- মৌলিক অধিকার হিসাবে যোগাযোগের প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ
- স্বচ্ছ, অনুমিত এবং প্রতিযোগিতা সঞ্চায়ক নীতিকাঠামো
- প্রশিক্ষিত ও সুলভ মানব সম্পদ

বৈশ্বিক অর্থনীতি উদ্দীপ্ত করতে তথ্য সমাজ ও সাইবার স্পেসের জন্য এমন একটি যথার্থ রূপরেখার প্রয়োজনীয়তা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে উপলব্ধি করতে হবে যা নিম্নক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে-

- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঞ্চালনের বিদ্যমান বাধাসমূহ হ্রাস
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদাসমূহ মূল্যায়ন
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা
- বিদ্যমান নীতিমালা অনলাইন পরিবেশে প্রতিস্থাপন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোগত অভাবনীয় উন্নতি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপকৃত করতে পারে, যা নেতৃবৃন্দকে এখনই যেসব বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে তা হল-

- জাতীয় ই-কর্মকৌশলের অংশ হিসাবে অবকাঠামো উন্নয়ণের গুরুত্ব অনুধাবন
- সঠিকতম প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং সাফল্যের বিস্তার
- জাতীয় অবকাঠামো উন্নয়নে অভাবীদেশগুলোতে অর্থায়নের যোগান

নিরাপদ ভিত্তিতে তথ্য সমাজ নির্মাণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে যে সকল উদ্যোগ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে তা হল-

- নেটওয়ার্কের নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষন ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সমঝোতা
- অনলাইন বিশ্বে ভাষাগত বৈচিত্র, যথার্থতার ও গোপনীয়তার উপর নাগরিক সচেতনতা নিরুপন
- নেটওয়ার্কের অপরাধ ও প্রতারণামূলক ব্যবহার অপনোদন